স্বাধীনতা যার অর্থ সকল প্রকার পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্তির এক অনন্য অনুভূতি। স্বাধীনতা মানে মুক্ত চিন্তাভাবনা, স্বাধীনতা মানে প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের মতো করে এগিয়ে যাওয়া,স্বাধীনতা মানে জীবনকে নিজের মতো সুন্দর করে গড়ে তোলা,স্নেহ প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে সকলকে একত্রে যুক্ত করা।

১৫ ই আগস্ট, আজকের দিনে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি কারণ ভারত বর্ষ ১৯৪৭ সালের আজকের দিনে ব্রিটিশ শাসনের সকল প্রকার পরাধীনতার শৃংখলকে ধ্বস্ত করে স্বাধীনতার নতুন সূর্যকে হৃদয় আকাশে উদিত করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন থেকে, ভারত ভূমি তথা ভারত বর্ষের মানুষকে মুক্ত করার জন্য যে সমস্ত বিপ্লবীরা তাদের বুকের রক্ত ঝরিয়েছেন তাদের স্মরণ ও তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজ আমরা সকলেই একত্রিত হয়েছি।

স্বাধীনতার ইতিহাস **(Independence Day History)**

১৬০০ সালে ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্য করতে আসে। তারপর ধীরে ধীরে এদেশের সকল অঞ্চলকে তারা নিজের আয়ত্তে করে নেয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীতে ইংরেজরা এই দেশে একচেটিয়া ভাবে বাণিজ্য করতে শুরু করে এবং তাদের শাসন কার্য পরিচালনা করতে শুরু করে। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের উপর শাসন, শোষণ ও অত্যাচার শুরু করে খুব কঠোরভাবে।

যে জমি সোনালী খাদ্যশস্যে ও সবুজ শাক সবজিতে ভরে থাকতো, সেই জমিতেই জোর করে ইংরেজ সরকার নীল চাষ করানো শুরু করে। নিপীড়িত মানুষ খাদ্যের অভাবে ও ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ও প্রাণ হারায়। এইভাবে ইংরেজরা ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল ১৯০ বছর (প্রায় ২০০ বছর)ভারতবর্ষের বুকে তাদের শাসন কার্য চালিয়ে যায়।

ইংরেজদের এই অত্যাচার থেকে মুক্ত করে অনেক বিপ্লবী তাদের বুকের রক্তে আমাদের দেশমাতা ভারত বর্ষ কে স্বাধীন করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বিপ্লবী ভগত সিং, মাস্টারদা সূর্যসেন, বীর সন্তান বিনয়, বাদল ও দীনেশ, মহাত্মা গান্ধী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও আরো অনেকে।

একদিকে মহাত্মা গান্ধী অহিংসার পথ অবলম্বন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন (করেছেন অসহযোগ আন্দোলন,সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ডান্ডি অভিযান), অন্যদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর।এছাড়া নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বাইরের দেশ থেকে থেকে সাহায্য গ্রহণ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার লড়াই ক্রমাগত চালিয়ে যান।

স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সকল দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব"। তার এই আহ্বানে সকল দেশবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের সকল সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে শুরু করেন সিপাহী বিদ্রোহ, পরবর্তীকালে সকল দেশবাসী এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন যা মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত।

এই বিদ্রোহে ইংরেজদের কাছে ভারতবাসী পরাজিত হলেও ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য তাদের বুকের আগুন যেন ক্রমশ দাউদাউ করে জ্বলছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর এই বিদ্রোহের আগুন ১৯৪৭ সালে এনে দেয় স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য

স্বাধীনতার সঠিক মানে আমরা পরিপূর্ণরূপে না জানলেও, ব্রিটিশ শাসনের সেই অত্যাচার শোষণ ও পরাধীনতা থেকে যেসব মহান দেশ প্রেমিক ও বিপ্লবীরা স্বাধীনতা এনে দিয়েছে (যার ফলে আমরা স্বাধীনভাবে চলতে পারছি, স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারছি) সেইসব শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজকের দিনটি আমরা সকলেই একত্রিত হই।এর সাথে আজকের দিনে ভারত মাতার জয় গানে আমরা সকলেই মেতে উঠি এবং ভারত মাকে সর্বদা শৃংখল মুক্ত রাখার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হই। এর সাথে ভারত বর্ষকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্ররূপে সারা বিশ্বের কাছে এক দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরি।